বুয়েটের ভিসিকে পদত্যাগ করতে হবে

| ঢাকা , শুক্রবার, ১১ অক্টোবর ২০১৯

আবরার ফাহাদের ঘাতকদের ফাঁসি ও বুয়েটের ‘অকার্যকর’ ভিসির পদত্যাগের দাবিতে রাজধানীসহ সারা দেশে গণআন্দোলন তুঙ্গে উঠেছে। আবরার হত্যার দায় নিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাইফুল ইসলামকে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির অন্তত ৩০০ শিক্ষক। বুধবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত শিক্ষক সমিতির এক বৈঠক থেকে এ দাবি করা হয়। এর আগে বুয়েট অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের এক প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে বুয়েট ভিসির অপসারণ দাবি করা হয়। অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে এ দাবি করেন।

বস্তুত বুয়েটের ভিসির পদত্যাগ কিংবা তাকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ এখন গণদাবিতে পরিণত হয়েছে। আবরার হত্যার সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে ভিসির দায়িত্বহীন ও কা-জ্ঞানহীন আচরণ গোটা সমাজকেই স্তম্ভিত, বিস্মিত ও বাকরুদ্ধ করেছে। ভিসি গত বুধবার রাতে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘আমি কোন অপরাধ করিনি, পদত্যাগের প্রশ্নই উঠে না।’ এক্ষেত্রে ভিসি অবশ্যই অপরাধ করেছেন। তিনি একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান।

ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষা করা তার দায়িত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশৃঙ্খলার ব্যত্যয় ঘটলে, কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে, শিক্ষার্থীদের জীবন বিপন্ন হলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী কর্মকা- ঘটলে, সে ব্যাপারে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখাই তার কাজ। সেটা তিনি করেননি।

বুয়েটের হলগুলোতে ভিন্নমতের কারণে সাধারণ শিক্ষার্থীদের নির্যাতনের ঘটনা বহুদিনের। বুয়েটের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের তৈরি করা সার্ভারে গত আড়াই বছরে শিক্ষার্থীরা ১০৩টি অভিযোগ করেছেন। শিক্ষার্থীদের এসব অভিযোগের বিষয়ে প্রশাসনকে জানানো হলেও তা বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়নি। প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন না করার অপরাধ করেছেন ভিসি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে, তাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ার অপরাধও করেছেন তিনি। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভিভাবক তার শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে মারার পর কী করে ৩৬ ঘণ্টা ঘরে বসে থাকেন, আবরারের মৃত্যুর বিষয়ে কোন প্রতিক্রিয়া জানান না, কোন পদক্ষেপ নেন না, লাশের কাছে যান না, জানাজা পড়েন না, আবরার হত্যার বিচার চান না? আবরার হত্যার দায় তাকেও নিতে হবে। এসব অপরাধে তিনি অপরাধী। ভিসি থাকার কোন যোগ্যতা তার নেই। শুধু তাই নয়, আবরার হত্যাকা-র কয়েকদিন পর তিনি লোক দেখানোর জন্য আড়ম্বর করে

কুষ্টিয়ায় আবরারের বাড়িতে যান এবং সেখানে গিয়ে অনাকাক্সিক্ষত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন।

এটা কেমন আচরণ? তার নিজের কি একবারও খারাপ লাগেনি? আবরারের সঙ্গে যেটা করা হয়েছে এটা মানুষ করতে পারে না। অথচ সেই সব মানুষরূপী দানবদের হুংকারেই বিশ্ববিদ্যালয় চলেছে। এর আগেও যে ছাত্রলীগের টর্চারসেলে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে সেটাও সবাই জানে। অথচ ভিসি কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিষ্ক্রিয় থেকেছে, কোন ব্যবস্থা নেয়নি। বিচারহীনতার কারণেই ছোট ছোট সন্ত্রাসীরা ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হয়ে উঠেছে। ছাত্রলীগের কথায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঙ্গা পুলিশ প্রবেশ করেছে, আবরারের মৃত্যুটিকে খুব সতর্কতার সঙ্গে আড়াল করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা মনে করি, এসবের দায় ভিসি এড়িয়ে যেতে পারেন না। আমরা জানতে চাই, তিনি কি একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নাকি ছাত্রলীগের ধামাধরা কোন অথর্ব ব্যক্তি, যার কাজ শুধুই দলদাস হিসেবে ছাত্রলীগের সব অপকর্মকে বৈধতা দেয়া কিংবা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীর আদেশ-নির্দেশ মেনে চলা?

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এ নির্মম হত্যাকা- বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দীর্ঘদিনের নির্লিপ্ততা, অব্যবস্থাপনা ও ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ব্যর্থতার ফল। অতীতে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অপরাধ কার্যক্রমের তদন্ত, বিচার ও শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে ভিসিসহ বুয়েট প্রশাসনের ধারাবাহিক অবহেলা ও ব্যর্থতা এ নির্মম হত্যাকা- মদত জুগিয়েছে। সেই

প্রেক্ষাপটে ভিসির কোন অধিকার নেই বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার। বরং আবরারের মৃত্যুর দায় নিয়েই তাকে পদত্যাগ করতে হবে এবং হত্যাকা-ের বিচারের কাঠগড়ায় তাকেও জবাবদিহি করতে হবে। অবিলম্বে অকার্যকর ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ভিসির অপসারণসহ প্রশাসনের আমূল পরিবর্তন করে বুয়েটের মান অতীতের মতো সমুন্নত রাখতে সুযোগ্য নির্ভিক ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের পদায়ন করতে হবে। র?্যাগিং এবং অন্যান্য অযুহাতে ছাত্রছাত্রী নির্যাতন নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আবরার হত্যাসহ ইতিপূর্বে সংগঠিত অন্যান্য ছাত্র নির্যাতনের ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ বিচারকাজ অবিলম্বে সম্পন্ন করতে হবে, উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।